দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 14 1999
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম ১

'টাকাখেকো স্কুল'!

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত অগ্রণী, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই। ছোটবেলা থেকেই এদেশের মানুষ এই চিরন্তন বাণীগুলো শুনে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলো আজ যেন কেবলই বেসুরো শোনায়। আমরা জানি, প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে আলোর পথে টেনে আনে। তাই সত্যিকার শিক্ষিত মানুষকেই আলোকিত মানুষ বলা যায়। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে অনেক কিছুই যেন পুরনো দিনের সঞ্চিত আদর্শের মাপকাঠিতে মিলানো যায় না। শিক্ষার অবস্থা কতটা বেহাল হলে ছাপার অক্ষরে কাগজে বেরোয় 'রাজধানী ঢাকার টাকাখেকো স্কুল!' আসলে সত্যিই এই শিরোনামে জনকণ্ঠের শুক্রবার সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি বেদনাদায়ক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, যা থেকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চালচিত্র পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানীর এক একটি স্কুল যেন এখন আর স্কুল নয়, টাকাখেকো– মন্তব্যটি এক অভিভাবকের। স্কুলের কাজকারবার নিয়ে এখন নানান অভিযোগ। ভর্তি থেকে শুরু করে সব কিছুতেই মেধার চেয়ে টাকার প্রতিযোগিতার বিষয়টি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কিছুই ওপেন সিক্রেট। কিন্তু দেখার কেউ নেই। দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেছে, তদারকি ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে সমস্যাগুলো ক্রমেই বাড়ছে। রাজনৈতিক চাপও আছে। স্কুল পরিচালনার সাথে জড়িত রাজনৈতিক হোমরাচোমরাদের কারণে অনেক সময় অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করে চলতে হয়। রাজধানীর একটি নামকরা স্কুলে ডোনেশনের মাত্রা এক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবার খবর প্রচলিত আছে। এখানে থামতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু উপায় নেই! খাতা কিনতে টাকা, বই কেনা, উন্নয়ন ফী, বোর্ড ফী, খেলা, গার্হস্থ্যের জন্য টাকা, মিলাদ-বিবিধের জন্য টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি। টাকা আর টাকা। তারপরে তো রয়েছে রি-এ্যাডমিশন ফী নামক একটা বিরাট অঙ্কের টাকা প্রদান। সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর মেয়ের রি-এ্যাডমিশন বাবদ জনৈক অভিভাবককে দিতে হয়েছে ২ হাজার ৬শ' ৬৭ টাকা! এ তো পড়াশোনা নয়, যেন এলাহী কারবার। ক'জন অভিভাবক এই আর্থিক ধাক্কা সামলে উঠতে পারবেন? না পারলে ঐ সব নামকরা স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়তেও পারবেন না। পড়তে না পারলে কি হবে? উত্তর সহজ। ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। আর তার মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে না। পারবে না মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট অথবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। আসলে যে স্কুল যত বড়াই করুক না কেন, আসল জিনিস তো হচ্ছে ভাল সার্টিফিকেট। আর আমাদের শিক্ষাটা তো দীর্ঘকাল ধরেই সার্টিফিকেটসর্বস্ব হিসাবেই চলে আসছে। এখানে মেধা বিচার, মান বিচার বড় কথা নয়।

এছাড়া তো রয়েছে দফায় দফায় নতুন নতুন খাতা কেনার হিড়িক। সে জন্য আবার টাকা। এছাড়া মাসিক বেতন নিদেনপক্ষে দেড়-দু'হাজার না দিলে তো কোন ভাল স্কুলে ঢোকাই যাবে না। তার ওপরে রয়েছে স্কুল টিচারের কাছে বিভিন্ন সাবজেক্টে পড়ার জন্য আর এক ধরনের চাপ। ওপরের দিকের ক্লাসগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, কেজি স্কুলের একটি প্লে-গ্রুপে টাকা ঢালার একটি ছোট্ট বিবরণ দেয়া যাক। মিরপুর এলাকার বাসার গলিতে কেজি স্কুলে প্লে-গ্রুপে মেয়েকে ভর্তি করেছেন এক অভিভাবক। প্রথম দিনেই ভর্তি, খাতাপত্রসহ তাঁকে দিতে হয়েছে ১৮শ' টাকা। আবার ঐ স্কুল থেকেই ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাতা কিনতে হবে। এছাড়া মাঝে মাঝেই এটা-ওটা কেনার জন্য টাকার তাগাদা দেয়া হয়। তিক্ত-বিরক্ত অভিভাবক বলেছেন, রাজধানীর স্কুল এমনই টাকার মেশিন। তাই তো নাম হয়েছে 'টাকাখেকো স্কুল'! কিন্তু এত টাকার যোগান দেবেন কোত্থেকে একজন সৎ চাকরিজীবী? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এটাই যেন আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে হতভাগ্য অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ললাটের লিখন। খবরের কাগজে লেখালেখি করে আজকাল কতটা কাজ হয় বলা মুশকিল। তবে এক সময় হতো। হ্যাঁ, অনেকেই তো বলবেন এখন যুগ বদলেছে, যুগের নতুন বিধিবিধান চলছে। বিজ্ঞানের যুগ, আলোর যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ। কিন্তু এত করেও তো মেধা পাচার বন্ধ রাখা যাচ্ছে না। বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ অথবা অন্য যে কোন ভাল কলেজে ভাল রেজাল্ট করে বিত্তের ব্যবস্থা থাকলে সে হৃষ্টচিত্তে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও সিঙ্গাপুর পাড়ি জমাচ্ছে। আর তা যারা পারছে না তারা নিদেনপক্ষে ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তো যেতে পারছে! এটাইবা কম সান্ত্বনা কিসে?

আমাদের স্পষ্টভাষী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখে বিআইএসএস মিলনায়তনে আয়োজিত শিক্ষাবিষয়ক এক অনুষ্ঠানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অধঃপতনের ৬টি কারণ চিহ্নিত করেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে দুর্বল শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা, অনুপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও সিলেবাস, প্রকৃত শিক্ষিত এবং যথার্থ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, সর্বস্তরে দায়বদ্ধতার অভাব এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস। তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ কথাগুলো মনে রেখে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে হলেও ঢেলে সাজাতে হবে। এই সমাজে বৃহত্তর অর্থে, সত্যিকার অর্থে সুষ্ঠু শিক্ষার বিকল্প নেই। আর হাজার হলেও তো এ কথা সত্য যে, শিক্ষকরাই আসলে মানুষ গড়ার কারিগর।